ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

ভারত সরকার দ্বারা বঞ্চিত গোষ্ঠী, তপশিলি জাতি/উপজাতির অন্তর্গত সদস্য, স্বল্পসংখ্যক, মহিলা তথা সাধারণ গোষ্ঠীর লোকদের উত্থানের জন্য বিভিন্ন যোজনার পরিচালনা করা হয়। এই ধরণের কিছু প্রমুখ যোজনাগুলি নিম্নে দেওয়া হল -

বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও

ভারতে গত কিছু বছর যাবৎ স্ত্রী-পুরুষের লিঙ্গ অনুপাতে অসমতুল্যতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশের মধ্যে প্রতি ১০০০ পুরুষে ৯৪৩ জন মহিলা আছেন। এই কারণে ২০১৪ সালের ১৫ই আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী 'বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও' যোজনাটির ঘোষণা করেন। মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক এই যোজনাটির পরিচালনা তথা নজরদারি করবে। এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ সহায়তা করবে।

মুখ্য উদ্দেশ্য:

* কন্যা শিশু কম সংখ্যা বিশিষ্ট দেশের ১০০টি জেলায় কন্যা সন্তানের জন্মের হার বৃদ্ধি করা।
* ৫ বছর থেকে কম বছরের বাচ্চাদের মৃত্যুর হার ৮ থেকে কমিয়ে ৫ পর্যন্ত আনা।
* বাচ্চাদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া।
* ২০১৭ সাল পর্যন্ত দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য শৌচালয় নির্মাণ করা।
* যৌন উৎপীড়ন থেকে মেয়েদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করা।

প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদী ২০০৪ সালের ১৫ ই আগষ্ট 'প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা'

(পী.এম.জে.ডী.ওয়াই)-র ঘোষণা করেন, যা আর্থিক সংযোজনের ক্ষেত্রে একটি জাতীয় অভিযান।

প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার অন্তর্গত নির্দিষ্ট বিষয়গুলি নিম্নে দেওয়া হল -

পী.এম.জে.ডী.ওয়াই, যোজনার অন্তর্গত নির্দিষ্ট বিষয়গুলি নিম্নে দেওয়া হল —

১। জিরো/শূন্য ব্যালেন্সে অ্যাকাউন্ট।

২। রুপে ডেবিট কার্ডের সুবিধা।

৩। ১ লাখ টাকার দুর্ঘটনাজনিত বিমা সুরক্ষা।

৪। ৩০ হাজার টাকার জীবন বিমা সুরক্ষা।

৫। অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ব্যাঙ্কে ন্যূনতম টাকা রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই।

৬। অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৬ মাস পর্যন্ত আর্থিক আদান-প্রদান ক্ষেত্রে ওফার-ড্রাফট এর সুবিধা।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান

ভারতে ১০০ কোটিরও বেশী লোক বসবাস করে। প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিদিন কয়েক কেজি বর্জ্য পদার্থ বাড়ির বাইরে ফেলে থাকে যার মধ্যে কঠিন তথা তরল বর্জ্য পদার্থ থাকে। এর সাথে খোলা জায়গায় শৌচের সমস্যাও রয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা না রাখার জন্য রোগ সংক্রমণ হয় তাই ২০১৪ সালের ২রা অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সূচনা করা হয়।

উদ্দেশ্য :

* খোলা জায়গায় শৌচ করা। এর জন্য ব্যবস্থা করা।
* ফ্লেশযুক্ত শৌচালয় নির্মাণ করা।
* হাত দিয়ে মল উঠানো/ধোয়ার কাজ বন্ধ করা।
* কঠিন বর্জ্য পদার্থকে এক জায়গায় জমা করে তার বন্দোবস্ত করা।
* জনগণের মধ্যে এই সব কাজে অংশগ্রহণের বোধ জাগানোর ব্যবস্থা করা।

সর্বশিক্ষা অভিযান

জনগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপকতা আনার জন্য ২০০১ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে সর্বশিক্ষা অভিযানে গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কিছু সংশোধন করে —

* জাতীয় পাঠ্যক্রম ২০০৫ অনুসারে, পাঠ্যক্রম, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার যোজনার ব্যবস্থা করা।
* এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে করে তপশিলি জাতি /উপজাতি, মুসলিম স্বল্পসংখ্যক, বিশেষ আবশ্যিকতা বিশিষ্ট বাচ্চারা এবং বঞ্চিত সম্প্রদায়ের বাচ্চারা, ভূমিহীন তথা ক্ষেতমজুর এবং বিশেষকরে মেয়েরাও যাতে শিক্ষার লাভ গ্রহণ করতে পারে।
* মহিলাদের অবস্থার উন্নতিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যক্রমকে পরিবর্তন করা।
* মা-বাবা, শিক্ষক, শিক্ষার ব্যবস্থা এবং অন্য লোকদের উপর সর্বশিক্ষার অধিকার বর্তানোর জন্য চাপ দেওয়া।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ সহ যোগ্যতা ছাত্রবৃত্তি যোজনা

বঞ্চিত সম্প্রদায়কে শিক্ষার মুখ্য ধারায় সংযোজন করার লক্ষ্যে ২০০৮ সালের মে মাসে 'রাষ্ট্রীয় সম্পদ সহ যোগ্যতা ছাত্রবৃত্তি যোজনা'-র সূচনা করা হয়।

উদ্দেশ্য :

* দুর্বল শ্রেণীর প্রতিভাবান বাচ্চারা যাতে অর্থের অভাবে ৮ম শ্রেণীর পড়াশুনা মাঝপথেই ছেড়ে না দেয় তার জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রদান করা।
* দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা চালানোর জন্য দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণী স্তরে অনুপ্রেরণা দেওয়া।

মধ্যাহ্ন ভোজন যোজনা

* গরীব তথা পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত উপস্থিতি ও পুষ্টিকর খাবার প্রদানের জন্য ১৯৯৫ সালের ১৫ই আগষ্ট মধ্যাহ্ন ভোজন যোজনা কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। ২০০৮-০৯ সালে এই যোজনার নাম হয় রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় মধ্যাহ্ন ভোজন কার্যক্রম।

উদ্দেশ্য :

* ক্লাসের মধ্যে বাচ্চারা অভুক্ত/খালি পেটে থাকার কারণে যাতে পড়াশুনা না করতে পারে।
* বাচ্চাদের স্বাস্থ্য যাতে ভাল হয়।
* বিদ্যালয়ে বাচ্চাদের সংখ্যা ও উপস্থিতি উভয়ই যাতে বাড়ে।
* সামাজিক ক্ষমতা বাড়ানো - বিশেষ করে মেয়েদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার দেওয়া যাতে তাদের পেট ভরা থাকে।
* এই খাবার বানানোর কাজ বা দায়িত্ব যাতে মহিলারা পায়।

রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান

সাক্ষরতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরী ২০০৯ সালের মার্চ মাসে শুরু করা এই যোজনাটি ২০০৯-১০ সালে কার্যকর করা হয়।

উদ্দেশ্য :

* বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তির হার ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত আনা।
* মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর বাড়ানো।
* এক সমান শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক-আর্থিক বৈষম্যতা তথা বিকলাঙ্গতা ও বাধা দূর করা।
* ২০১৭ সালের মধ্যে ১২তম পঞ্চবর্ষীয় পরিকল্পনা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সবাইকে প্রদান করা।

মহিলা সমতুল্যতা

মহিলাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন করার জন্য ১৯৮৮-৮৯ সালে মহিলা সমতুল্যতা যোজনা শুরু করা হয়েছিল। এইটি একটি স্বতন্ত্র যোজনা। এই যোজনাটি রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতির অন্তর্গত চালু করা হয়েছে যাতে করে শিক্ষার প্রক্রিয়ায় মেয়েদের অংশীদারি বাড়ে।

উদ্দেশ্য :

গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষা এবং ক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ।

* মহিলাদের সংঘ বানানো যেখানে তারা মিলে মিশে বিভিন্ন ব্যাপারে তারা নিজের চিন্তাভাবনা আদান-প্রদান করে দরকারী বিষয়গুলি চয়ন করতে পারে, যেমন - শিক্ষা, চাকরি এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাপারগুলি।
* জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য পরিবার, সমাজ, পঞ্চায়েত এবং ব্লক স্তরে বিভিন্ন কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।
* বাচ্চাদের, বিশেষ করে মেয়েদের বিদ্যালয়ের পড়াশুনা যাতে সম্পন্ন হয়।

সবলা প্রকল্প

২০০০ সাল থেকে দেশের বালিকাদের জন্য মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রক বিভিন্ন যোজনা পরিচালনা করছে। এতে ১১ থেকে ১৮ বছরের কিশোরীদের পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার সাথে সাথে স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত স্বচ্ছতা এবং পরিবার কল্যাণ-এর ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। এই যোজনাটি প্রয়োজন অনুসারে দেশের ২০০ জেলায় পরিচালনা করা হচ্ছে।

উদ্দেশ্য :

* ১১ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত স্কুল ছুট এবং স্কুলে যাচ্ছে এমন কিশোরী বালিকাদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির ক্ষেত্রে সুপরিবর্তন করা।

* কিশোরী বালিকাদের জীবন কৌশল, গৃহস্থ কৌশল এবং ব্যবসায়িক যোগ্যতায় সুপরিবর্তন আনা।
* কিশোরী বালিকাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবেশগত এবং ব্যক্তিগত স্বচ্ছতা, শিশুদের দেখাশোনা, কৈশোর প্রজনন শিক্ষা, লিঙ্গ ভেদ, যে কোন উত্তেজনা প্রবণিত ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ, পারিবারিক খরচের তালিকা তৈরী করা, সময় সাপেক্ষে কাজ করা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে সচেতন করা।
* কিশোরীদের জন-উপযোগিতামূলক বিভিন্ন পরিষেবা যেমন- ডাকঘর, ব্যাঙ্ক, পুলিশ, থানা, আর্থিক সাবলম্বনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে অবহিত করা।
* স্কুল ছুট কিশোরীদের পুনরায় শিক্ষার মুখ্যধারার সঙ্গে সংযোজন করা।

জননী সুরক্ষা যোজনা

স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ভারত সরকার-এর বিভিন্ন কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ যোজনা জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য অভিযান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন জনকল্যাণকামী যোজনা পরিচালনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি হল জননী সুরক্ষা যোজনা। এই যোজনাটি শহর তথা গ্রামীণ এলাকায় প্রযোজ্য।

উদ্দেশ্য :

* মা তথা শিশু মৃত্যুর হার কমানো।
* চিকিৎসা সংস্থাগুলিতে সন্তান প্রসবের জন্য উৎসাহ দেওয়া।

বিনামূল্যে বিচারের সহায়তা

প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকারের সাথে সাথে ন্যায় বিচারও প্রাপ্য। ভরতীয় সংবিধানের ৩৯ নং প্রবন্ধ অনুসারে কোন ব্যক্তি আর্থিক বা অন্য যে কোন কারণে ন্যায় বিচার পাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবে না। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্র, রাজ্য এবং জেলা স্তরে বিনামূল্যে বিচার সহায়তা অনুমোদন কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। রাজ্যগুলিতে উচ্চ আদালতের অধীনে তহশিল স্তর পর্যন্ত বিচার পরিষেবা সমিতি গঠন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য :

গরীব, অসহায়, নিপীড়িত ব্যক্তিদের যে কোন আদালতে তাদের বিরুদ্ধে চলছে এমন আইনি মামলার জন্য বিনামূল্যে বিচার পরিষেবা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রদান করা।

সাক্ষর ভারত কর্মসূচি

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-এর উপলক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকার 'সাক্ষর ভারত' কর্মসূচির শুভারম্ভ করে। দেশের মধ্যে ১৫ বছরের অধিক নারী-পুরুষরা যাতে ৮০ শতাংশ সাক্ষরতা অর্জন করার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে এমন আশা নিয়ে এই প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া মহিলা ও পুরুষের মধ্যে সাক্ষরতার অন্তর যাতে ১০ শতাংশ থাকে এই চেষ্টাও রয়েছে।

এই কর্মসূচিতে গ্রামীণ মহিলা, তপশিলি জাতি/উপজাতি এবং স্বল্পসংখ্যক শ্রেণীর লোক, অন্যান্য বঞ্চিত গোষ্ঠী তথা কৈশোরবর্গের যুবক-যুবতী-দের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তার সঙ্গে কম সাক্ষরতার হার বিশিষ্ট জেলাগুলি এবং আদিবাসীবহুল এলাকাগুলিতে এই কর্মসূচিকে প্রাথমিকতা দেওয়া হয়েছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য :

সাক্ষর ভারত কর্মসূচির লক্ষ্যের প্রাপ্তির জন্য কিছু উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, এইগুলি হ'ল -

* ১৫ তথা এর বেশী বয়সের নারী-পুরুষদের কার্যকরী ভাবে সাক্ষর করে তোলা।
* নবসাক্ষরদের এমন সব সুযোগ প্রদান করা যাতে তারা প্রাথমিক সাক্ষরতা অর্জন করার পর শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে এবং আনুষ্ঠানিক/গতানুগতিক শিক্ষার সমতুল্য শিক্ষা অর্জন করতে পারে।
* নিজের জীবনের উন্নতির জন্য তথা রোজগার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নবসাক্ষররা যাতে বিভিন্ন দক্ষতামূলক শিক্ষা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
* আজীবন শিক্ষার সুযোগ-এর ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষার দিকে অগ্রগামী সমাজ গঠন করা যেতে পারে।

জন শিক্ষণ সংস্থা

জন শিক্ষণ সংস্থা জেলা স্তরে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেবার কাজ করে থাকে। এই সংস্থাটি দেশের ২৭২ জেলায় স্থাপন করা হয়েছে। জন শিক্ষণ সংস্থা ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক-এর বিদ্যালয় এবং সাক্ষরতা বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত। সংস্থার কর্মক্ষেত্রের পরিধি জেলার শহর, অর্ধশহর, শিল্পাঞ্চল তথা গ্রামীণ এলাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যসমূহ :

* ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যুবক-যুবতীদের লৌকিকতাবিহীন ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা।
* এর মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে শহুরে/গ্রামীণ জনগণ, বিশেষতঃ নবসাক্ষর, অর্ধসাক্ষর, তপশিলি জাতি/উপজাতি গোষ্ঠী, মহিলারা এবং বালিকারা, বস্তির নিবাসী তথা অভিবাসী কর্মী।

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা অভিযান

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা অভিযান-এর অন্তর্গত গ্রামীণ এলাকার সমস্ত গরীব পরিবারগুলিকে (বিপিএল পরিবার) জীবিকা নির্বাহ করার স্থায়ী সুযোগ প্রদান করা। এর জন্য তাদের ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে সম্মানের সাথে যাতে জীবন যাপন করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা।

উদ্দেশ্য :

* গ্রামীণ এলাকার গরীব পরিবারগুলিকে সংগঠিত করা।
* দক্ষতার বিকাশ করা, যাতে নিজের রোজগার নিজে করতে সক্ষম হয়।
* স্ব-রোজগার করার জন্য ঋণ এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা।

সত্যমেব জয়তে

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার
website :: www.srcguwahati.in

সাক্ষর ভারত

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা - ১১

ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প